তারিখ 12 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সমকাল

রাজপথে ছাত্রী লাঞ্ছিত
কেন এই নির্মমতা

সংবাদপত্রে কিংবা টিভি পর্দায় রোববার এক ছাত্রীকে পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার সচিত্র প্রতিবেদন যারা দেখেছেন, তারা সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হবেন। পহেলা বৈশাখ সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নারী লাঞ্ছনাকারীদের কাউকেই চিহ্নিত করতে পারেনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী। উল্টো যারা নিপীড়কদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি করছে; তারাই পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। রোববার ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা নারী লাঞ্ছনাকারীদের বিচার দাবি করে ঢাকা নগর পুলিশের কার্যালয় ঘেরাও করতে গেলে পুলিশ কয়েকজন ছাত্রীকে কিল-ঘুষি-লাথি মারে, হেলমেট ও বন্দুক দিয়ে আঘাত করে। এমনকি গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকা এক ছাত্রীকে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে নির্দয়ভাবে পেটাতেও দেখা গেছে টিভি ফুটেজে। পুলিশের এহেন অনাকাঙ্ক্ষিত ও নির্দয় আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন রমনা বিভাগের এক উপকমিশনার। তার মতে, 'দাবি পেশ করার জন্য লাখ লাখ মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা আটকে রাখতে পারে না।' তার এ বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য। রাজধানীর অধিবাসীরা নিত্যদিন যানজটে নাকাল হন। ভিআইপিদের চলাচলের জন্য দীর্ঘ সময় সড়ক বন্ধ-রাখা হয়। নারী লাঞ্ছনার বিচারের দাবি করে বের হওয়া মিছিলটি পুলিশের কর্তাদের বড়জোর স্মারকলিপি দিত। এটাও সহ্য হলো না? অথচ এই পুলিশই পহেলা বৈশাখে নারী নিগ্রহের অভিযোগে ধৃত দু'জনকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের এহেন নির্মম ও অমানবিক আচরণে সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়, খোদ পুলিশেও তোলপাড় হচ্ছে। সরকারের শীর্ষ মহলও এই ঘটনায় বিব্রত ও ক্ষুব্ধ। রোববার ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সমাবেশে বলেছেন, তাদের কর্মসূচিতে যত সংখ্যক পুলিশ বাধা দিচ্ছে বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে তারা সক্রিয় থাকলে নারী লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটত না। প্রকৃতই আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা প্রধান বাহিনীর দায়িত্ববোধ, মানসিকতা এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি অঙ্গীকারে বড় ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুনিবার রাজধানীর উত্তরায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাকিব আহমদকে নিগ্রহের ঘটনাতেও এর প্রমাণ মেলে। তাকে ইমরান নামের এক ট্রাফিক সার্জেন্ট ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল ও মারধর করে। এমন তুচ্ছ অভিযোগে এক ট্রাফিক সার্জনের এ নিষ্ঠুর আচরণ ভাবা যায় না। অথচ এ পুলিশ বাহিনীর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য সরকার কী না করছে। তাহলে কেন তারা মানবিক আচরণ করবে না? আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হতে চাইছি এবং ২৫ বছরের মধ্যে টার্গেট উন্নত বিশ্বের সারিতে পৌঁছানো। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ রাখতে হবে এবং তার প্রধান দায়িত্ব বর্তায় পুলিশের ওপরই। এ জন্য তাদের নিজেদেরই আগে বদলাতে হবে। এ বাহিনীকে অবশ্যই মানুষের প্রতি দরদী ও সংবেদনশীল হতে হবে। এটা যারা পারবে না, যারা অন্যায় আচরণ করবে, তাদের কেবল ক্লোজ করা বা সাসপেন্ড নয়, এমন কঠোর দণ্ড দিতে হবে যাতে অন্যরা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, পুলিশ বাহিনীতে অন্যায় করলে রেহাই মেলে না। কবে আসবে এমন দিন?